ক্রিমিনোলোজি
বিজয়ের বর্ণ-ধ্বনি
২০২৫

বিজয় আমাগোই হইবো

আশফা বিনতে লতিফ

3rd

'"ওমন বিভৎস লাশ আমি জিন্দেগীতে দেকিনি। এখন হাটবাজারও বসতেসে না আর। বাদ দেও ওরা দ্যাশের শত্রু ওগোরে মারছে, ভালা করছে। নেকি পাইবো, নেকি, নেকি"

পান চিনতে চিবুতে বেশ শান্ত গলায় বললেন মাজহার উদ্দীন। ময়লা হয়ে যাওয়া পাম্জাবীতে তীষণ বেমানান লাগছে তাকে। চুলগুলো উস্কখুস্ক হয়ে আছে তার। ফিক করে পানের পিক ফেললেন তিনি।

"বুইজ্জো মতি, জিন্দেগীতে টেকার বড় দরকার আমার। আর দরকার বাইচ্চা থাকা। এডা হচ্চে মেকেন্ডটরি। তুমি নিয়া বাইচ্চাই যদি না থাহো তো

কেমনে আল্লার সব সোন্দর সৃষ্টি দেখবা?"

পড়ন্ত বিকেলের নিষ্টি রোদ এসে পড়ছে ছোট্ট মতির সুখের উপর একদৃষটে সে চেয়ে চেয়ে ভার চাচাজানের কথা শুনছে মির বয়স বড়জোর

বারো হবে, এর বেশি নয়। তামাটে রঙা সুখে বেশ কয়েকটা কালচে দাগ জানান দিচ্ছে যে মতি শান্তশিষট বভাবের কেউ নয়। ডানপিটে ছেলেটা

এখন কোন এক অজানা কারণে বেশ ভয় পেয়ে আছে।

'বাপনা মরা ছেলেটা চাচার বাড়িতে থেকেই বড় হচ্ছে কিন্তু এইতো ক'দিন আগেই তার স্বাভাবিক জীবপটা যেন থমকে যায় ওরা যুদ্ধের দামামা

'বেজে ওঠে সমগ্র দেশভুড়ে। আগের মতো আর সে স্কুলে যেতে পারেনা, পারেনা বিকেলে বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা করতে। ওদের পুরো গরামটা

যেন মরে গিয়েছে। হটহাট ওলির শব্দ, মানুষের করুণ আর্তনাদ আর লাশের গন্ধে ছোট্ট মতির জানটা যেন প্রায় যায় যাযন। ঢোক গিলে আস্তে

আস্তে মতি জিজ্ঞেস করে উঠে "চাচাজান, ওযা কি আমাগো ও মাইরা ফেলবো?"

হলদেটে দাঁতগুলো বের করে বেশ বিশ্লীভাবে হাসতে হাসতে মাজহার উদ্দীন বলেন "নেহি বেটা! আমরা তো ভালো মানুষ। এইসব হ্যাসেলের

মধ্যে নাহি জানেকা। পাকিস্তানীরা তো আমাদের ভাই। তুনি পড়ছে না, সুসলনানরা সবাই ভাই ভাই। ভাইয়ের সাথে আবার কীসের বিবাদ

এইগুলা সব চক্রান্ত তুমি যদি এডা মাইনা চলো, তাইলে তুমি মরবা না। তোমারে ওরা মারবো না। আরেকটা জিনিস আছে"

একি চাচাজান”
“পুরো পাকস্তানডাই আমাদের দেশ। তাই আমরা বলবো পাকিস্তান জি্দাবাদ। বলোতো মতি আমরা কি বলবো”
কুটিল হাসিতে মীরে মাজহার উদ্দীনের ঠোঁট দুটো চওড়া হতে লাগলো। ছোট্ট মতি ঠিক বুঝে উঠতে পারেনা কি করবে এখন। “পাকিস্তান জিন্দাবাদ” কথাটা বলতে মেয়েও যেন গলাটা ধরে আসে ওর। কণ্ঠনালীতে পাক বেঁধে আছে শব্দগুলো, বের হতে পারছে না। আচ্ছা যারা এতো নির্দয়ভাবে মানুষ হত্যা করতে পারে, তারা কীভাবে আমাদের ভাই হয়? চাচাজান কেন ওদেরকে ভালো বলছে? এইতো ক'দিন আগেই ভরা বাজারের মধ্যে ইয়া বড় একটা গাড়ি নিয়ে এসে সবাইকে কি নির্মম ভাবে গুলি করে হত্যা করলো ওরা ওদের প্রতিবেশী, বোবা রইস চাচাকেও ওলি করে মেরে ফেলেছে সেদিন। কিন্তু রইস চাচার মতো ভালো মানুষ তামাম দুনিয়ায় আর একজনকেও দেখেনি মতি। ভদ্রলোক কথা বলতে পারতেন না, কিন্তু পঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা থেকে শুরু করে আশেপাশের সবার খেয়াল রাখা অব্দি, সবকিছুই করতেন। নাহ্, রইস চাচা'তো ভালো মুসলমান ছিলেন, কিন্তু পাকি সেনারা তাকেও মারছে। ওনাদের তো ভাইকে মারার আগে হাত কাঁপেনি। কারণ ওরা খারাপ, চাচাজান ওকে ভুল বুবানোর চেষ্টা করছে।
“-কীরে মতি, চুপ হয়া খাড়ায় আছো ক্যান? কও!”
'চাচাজানের কন্ঠস্বরে মতির ভাবনায় ছেদ পড়ে। দোটানায় পড়ে গিয়েছে ও।
“পা” পা পাকিস্তান.....” পুরো কথাটা শেষ করতে পারেনা মতি। ঘরের ভেতর থেকে চাচি বেশ জোরেই চিৎকার করে ডাক দিয়েছে ওকে। দৌঁড়ে ছুটে যায় মতি।
'একরম হাফ ছেড়েই যেন বেঁচে গিয়েছে। বিড়বিড় করতে লাগে মতি “ওরা খারাপ মানুষ। ওরা আমাদের ভাই না”

২
“তোর চাচা একটা জানোয়ার ওই লোকের ধারে যাবিনা। এমুন খারাপ মানুষই কিনা শেষমেষ আমার কপালে ভুটছিলো!”
এরকম আর্তনাদই করে ওঠে রেহনুনা খানম। মতিকে খাইয়ে দিতে দিতে বেশ আস্তে কথাগুলো বলেন তিনি
“ক্যান চাচি
“উনি শ্যাবস্যাশ পাকিস্তানী সেনাগো লগে হাত নিলাইছে। আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহর বান্দারেই মারতে সে ওরা। এইসব কি উপরওয়ালা মাইনা নিবো? উপরওয়ালার বিচার বড়ই কঠিনরে মতি। বিজয় আমাগোই হইবো। আমগ্রে যারা জুলুম করতেছে, উপরওয়ালা ভাগো ছাড়বোনা!”
“আমরা কারা চাচি?”
“আমরা বাংলাদেশের মানুষ। আমরা বাংলাদেশী”
শক্তকন্ঠে বলে ওঠেন রেহনুনা খানম। চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে তার।
ছোট্ট মতির চোখের সামনে আবারো সেই বাজারের দৃশ্য ভেসে উঠে মানুষজনের আহাজারি ওর কানে প্রতিধ্বনি হিসেবে বাজতে থাকে যেন।

'মতির চোখে পানি চলে আসে। চাচিকে জড়িয়ে ধরে ও কাঁদতে শুরু করে দেয়। চাচির কথাটা বজ্‌ড মনে ধরেছে ওর। “বিজয় আমাগোই হইবো"

অনেকদিন পর আজকে ঘরে শাওন এসেছে। মির চাচাতো ভাই, মাজহার উদ্দীনের একমাত্র পুত্রসন্তান। মতি চিনেই উঠতে পারছে না ঠিকমতো শাওনকে। বিশালদেহী শাওন কয়েক মাসের ব্যবধানে প্রায় হাচ্ডিসার হয়ে গিয়েছে ফর্সা টুকটুকে চেহারা তামাটে বর্ণ ধারণ করেছে। দেশে যুদ্ধের শুরুতে মাজহার উদ্দীন তার ছেলেকে নিজের শ্যালকের বাড়ি পৌঁছে দেয়।

'ভাইকে ঠিক চিনে উঠতে পারেনা মতি। ওর চোখ যায় একটা সসশসে চামড়ার ব্যাগের দিকে। সবুজরঙা একটুকরো কাপড়ের মধ্যে একটুখানি লালরঙের আভাস দেখা যাচ্ছে। আঙুল বাড়িয়ে প্রশ্ন করে মতি, “ভাইজান, ওডা কি?”

“আমাগো দ্যাশের পতাকা'"গোগ্রাসে খাবার খেতে খেতে বলে শাওন ওর চোখ ছলছল করছে মতি স্পষ্ট দেখতে পায় ওর চাচির চোখও পানিতে ভরে উঠেছে।

“আব্বা শ্যাষম্যাষ ওই জানোয়ারদের লগে হাত মিলাইছে? রইস চাচাদেরকে আব্বাই মারাইছো””

ভুকরো কেঁদে ওঠেন রেহনুমা।

“ও আম্মা, তুমি জানো আব্বার মতোন লোকেদের লাইগা আমাগো সারাদিন জানের ভয় নিয়ে থাকা লাগে। কত মায়ের কোল খালি হইছে এইসব লোকেদের লাইগা”

রাগে থরথর করে কাঁপতে থাকে শাওন। ইতোমধ্যে মাজহার উদ্দীনের আগমনের শব্দ অনুভব করলো ও।

“মা, সবার আগে কোনডা?”

শক্তকন্ঠে রেহনুমা বলে উঠেন “দেশ”।

উঠানে ধীর পায়ে এসে দাঁড়ায় শাওন, মাজহার উদ্দীন একরকম আঁতকে উঠেন।

“বাজান, একি হাল তোর” শাওনের দিকে এগোতে যেয়েও থমকে দাঁড়ায় তিনি। ওর কপালে বাংলাদেশের পতাকা বাঁধা দু'য়ে দু'য়ে চার মেলাতে বেশি বেগ পেতে হয়না তার। বহত সুচতুর এক লোক তিনি। এক দলা থুথু ফেলেন মাজহার উদ্দীন কষে শাওনের গালে একটা চড় বসিয়ে দেন তিনি।

“এই করার লাইগা তোরে তোর মামার বাসায় পাঠাইসি? এই দ্যাখার লাইগা বাঁইচা আছি আমি?”

চিৎকার করে ওঠে শাওন “জয় বাংলা'"”। ওর কণ্ঠস্বর পরতিষ্যনিত হতে লাগে মাজহার উদ্দীনের ঘরের প্রতিটি কোণে।

“এডা বলা পাপ মহাপাপ দোজখে যাবি তুই”

'আল্লাহর কোন কালামে লেখা আছে এই জিনিস ধর্মকে ঢাল বানায় তুনি যে পাপ কাজ করতেসো, দোজখে তো তোমরা যাবা। আল্লাহ ছাড় দেয়, কিন্তু ছেড়ে দেন না”

শাওনের হুংকার মাজহার উদ্দীনের মনে ভয়ের সার করে। উঠে যেয়েই তিনি এলোপাতাড়ি মারতে শুরু করেন। প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকেন শাওনের মাথায় বাঁধা পতাক্যাটি টেনে ফেলার এক পর্যায়ে সে সফল ও হয়। লালসবুজ পতাকাটিকে মাটিতে ফেলে একরকম পা দিয়ে ঘষতে শুরু করেন তিনি। শাওন তার পা ধরে চিৎকার করে মিনতি করতে থাকে, কিন্তু মাজহার উদ্দীনের কাছে সেসব কিছুই যেন পৌঁছায় না

হঠাৎই তীব্র গুলির আওয়াজে কেঁপে উঠে চারপাশের পরিবেশ ধস্তাধস্তি করার মধ্যেই নিথর হয়ে আসে মাজহার উদ্দীনের দেহ। থপ করে নিচে পড়ে যান তিনি। হাঁপাতে থাকা শাওন একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে তার মায়ের দিকে।
বন্দুকটা সাথেই করেই নিয়ে এসেছিলো শাওন খাওয়ার আগে ব্যাগের একটা পকেটে গুঁজে রাখে ও রেহবুনা খানম সেখান থেকেই বন্দুকটা নিয়ে এসেছেন হয়তো। এতো নিখুতভাবে বন্দুক, ও নিজেও বোধহয় চালাতে পারেনা। মাজহার উদ্দীনের রক্তে তামাটে মাটি ধীরে ধীরে লালচে হয়ে আসছে।

নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে আসে রেহনুনা খানম। যেন কিছুই হয়নি। মাটিতে পড়ে থাকা পতাকাটি তুলে নাড়তে নাড়তে তিনি শাওনের দিকে এগিয়ে দেন।

ছোট্ট মতি দরজার টোকাঠে দাঁড়িয়ে ছিলো এতোক্ষণ। এই প্রথম গুলির শব্দে ভয় পায়নি ও কিংবা মাজহার উদ্দীনের নিথর মৃতদেহ দেখেও বিশেষ কোন অনুভূতি লাগছে না ওর। মতি আস্তে আস্তে মুখে আওড়াতে লাগে “বিজয় আমাগোই হইবো-...-.”